অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রেস নোট

জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ২০২২-২০২৬ মেয়াদে বাংলাদেশে কারিগরি ও আর্থিক (গ্রান্ট) সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত কৌশলগত দলিল 'কান্ট্রি প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক ২০২২-২০২৬' ২৫ মে ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং এফএও এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১২৫ (একশত পঁচিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত বাজেটের কান্ট্রি প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক এ ২০২২-২০২৬ মেয়াদে বাংলাদেশে কৃষি, খাদ্য এবং জলবায়ু খাতে সহায়তার দিক নির্দেশনা রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ফাতিমা ইয়াসমিন, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং এফএও এর পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত এফএও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. রবার্ট ডি সিম্পসন ফ্রেমওয়ার্ক এ স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে পর্যালোচনান্তে ফ্রেমওয়ার্কটি সরকার কর্তৃক চূড়ান্তকরণপূর্বক অনুমোদিত হয়।

সারা বিশ্বে কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি এফএও এর মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহে প্রচলন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এফএও বাংলাদেশের বৃহত্তর কৃষি ক্ষেত্রে (ফসল, মৎস্য ও গবাদিপশু) এবং জলবায়ু খাতে কারিগরি ও আর্থিক (গ্রান্ট) সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2022-2026 এবং এফএও এর কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক ২০২২-২০৩১ এর লক্ষ্য ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে কান্ট্রি প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক ২০২২-২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এফএও-এর কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক ২০২২-২০৩১ অধিকতর দক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থায়ী এবং টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বৈশ্বিক এজেন্ডা-২০৩০ অর্জনে সহায়তা করে; যার লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত পুষ্টি, টেকসই পরিবেশ এবং উন্নত জীবন, যেখানে কেউ পশ্চাদপদ থাকবে না। কান্ট্রি প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক ২০২২-২০২৬ এর ৪টি ভিত্তি নিম্নরূপ:

১. উৎপাদনশীল, বহুমুখী, টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমুলক কৃষি-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;
২. সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য;
৩. জলবায়ু সহিষ্ণু এবং প্রকৃতি-নির্ভর, নিম্ন-কার্বন সম্পন্ন টেকসই উন্নয়ন; এবং
৪. লিঙ্গসমতা ও যুব-উন্নয়ন

কান্ট্রি প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক ২০২২-২০২৬ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন এবং অধিকতর যুগোপযোগি কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।